

সূরা ৪৭ : মুহাম্মাদ, মাদানী

৪৭ - سورة محمد مَدَنِيَّة

(আয়াত ৩৮, রুকু ৪)

(آيَاتُهَا : ٣٨ رُكُوعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দেন।	١. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ
২। যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই কুরআন। তাদের রাখ হতে সত্য; তিনি তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।	٢. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
৩। এটা এ জন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাখ হতে প্রেরিত সত্যেরই অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।	٣. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ

মু'মিন ও কাফিরদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلُّ** যারা নিজেরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নষ্ট করে দিবেন এবং তাদের সৎ কাজ বৃথা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ যারা ঈমান আনে আন্তরিকতার সাথে এবং দেহ দ্বারা শারীয়াত মুতাবেক আমল করে অর্থাৎ বাহির ও ভিতর উভয়কেই আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং আল্লাহর ঐ অহীকেও মেনে নেয় যা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতেই আগত এবং যা নিঃসন্দেহে সত্য।

كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে তাদের আবরণ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে তাদের বিষয় সম্পর্কিত। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে তাদের অবস্থা। আসলে অর্থের দিক দিয়ে এ সবই এক। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলা হয়েছে যে, হাঁচি দানকারীর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার উত্তরে শ্রবণকারী বলবে :

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

যে হাঁচি দাতার (يَرْحَمُكَ اللَّهُ) বলে জবাব দেয়া হয়েছে সে যেন জবাবদাতার জন্য বলে : **يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيَصْلِحْ بِالْكُمُ** আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন! (তিরমিযী ৮/১১)

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
এবং মু'মিনদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করা ও তাদের অবস্থা ভাল করার কারণ এই যে, যারা কুফরী করে তারাতো সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার পথ অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে তারা তাদের রাব্ব প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অর্থাৎ তিনি তাদের পরিণাম বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪। অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা।

٤. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْوَهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

৫। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।	৫. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
৬। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।	৬. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا هُمْ
৭। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।	৭. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
৮। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করে দিবেন।	৮. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
৯। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কাজ নিষ্ফল করে দিবেন।	৯. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ

শত্রুদের ঘাড়ে আঘাত করতে, বন্দীদেরকে কষে বাঁধতে এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা ক্ষমা করে ছেড়ে দিতে হবে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশাবলী জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে বলছেন :

যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রহঃ) সালামাহ ইব্ন নুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন : আমি ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ফেলেছি। কারণ আর যুদ্ধ নেই। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : এখন যুদ্ধের সময় এসে গেছে। আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় লোকদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা‘আলা বক্র করে দিবেন তাদের বিরুদ্ধে ঐ দলটি যুদ্ধ করবে এবং তাদের গাণীমাত হতে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দান করবেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ এসে যাবে এবং তারা ঐ অবস্থায়ই থাকবে। নিশ্চয়ই মু‘মিনদের বাসভূমির কেন্দ্র সিরিয়ায়। ঘোড়ার কেশরে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আহমাদ ৪/১০৪, নাসাঈ ৬/২১৪) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে নিজের নিকট হতে আযাব পাঠিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। এ জন্যই তিনি জিহাদের আহকাম জারী করেছেন। সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা বারাতের (সূরা তাওবাহ) মধ্যেও এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সূরা আলে-ইমরানে আছে :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪২) সূরা বারাতের আছে :

فَتِلْكَ لَهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর

বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৪-১৫)

শহীদদের মর্যাদা

যেহেতু এটাও ছিল যে, জিহাদে মু'মিনও শহীদ হয় সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেননা। বরং তাদেরকে তিনি খুব বেশি বেশি করে সাওয়াব দান করেন। কেহ কেহ বারযাখ হতে শুরু করে কিয়ামাত পর্যন্ত সাওয়াব লাভ করতে থাকে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, কাসীর ইব্ন মুররাহ (রহঃ) কায়িস আল জুযামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : শহীদকে তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্রই ছয়টি ইনআ'ম দেয়া হয়। (এক) তার সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। (দুই) তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয়। (তিন) সুন্দরী, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। (চার) সে (কিয়ামাত দিবসের) ভীতি-বিহ্বলতা হতে নিরাপত্তা লাভ করে। (পাঁচ) তাকে কাবরের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নেয়া হয়। (ছয়) তাকে ঈমানের অলংকার দ্বারা ভূষিত করা হয়। (আহমাদ ৪/২০০)

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। (আবু দাউদ ২৫২২) শহীদদের মর্যাদা সম্বলিত আরও বহু হাদীস রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

سَيَهْدِيهِمْ তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নাহরসমূহ বইতে থাকবে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল ও সুন্দর করবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمُ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : জান্নাতবাসী প্রত্যেক লোক নিজের ঘর ও জায়গা এমনভাবে চিনতে পারবে যেমনভাবে দুনিয়ায় নিজের বাড়ী ও জায়গা চিনত। কেহকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবেনা। তাদের মনে হবে যেন পূর্ব হতেই তারা সেখানে অবস্থান করছে। (তাবারী ২২/১৬০)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন মু'মিনরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত এক সেতুর উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুল্ম করেছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর শপথ! যেমন তোমাদের প্রত্যেকেই তার এই পার্থিব ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশি তারা জান্নাতে তাদের ঘর ও স্থান চিনতে পারবে। (বুখারী ৬৫৩৫)

আল্লাহর কাজে সহযোগিতা কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন

মহান আল্লাহ বলেন :

هَ أَئِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ হে মু'মিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০) কেননা যেমন আমল হবে তেমনই প্রতিদান দেয়া হবে।

وَيُثَبِّتُ أَفْئِدَتَكُمْ আর আল্লাহ এরূপ লোকের অবস্থানও দৃঢ় করে থাকেন। যেমন হাদীসে এসেছে : যে ব্যক্তি কোন শাসকের কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেয় যা ঐ ব্যক্তি নিজে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের উপর ঐ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ দুর্তোগ। অর্থাৎ মু'মিনদের বিপরীত অবস্থা হবে কাফিরদের। সেখানে তাদের পদস্থলন ঘটবে। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দীনার, দিরহাম ও মখমলের দাসেরা ধ্বংস হোক। সে যদি কাঁটা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে তা তুলে ফেলার জন্য যেন কোন লোক না পায়। (ফাতহুল বারী ৬/৯৫, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৮৬)

وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল ব্যর্থ করে দিবেন।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ কেননা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। না তারা এর সম্মান করে, আর না এটা মানার তাদের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

১০। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

۱۰. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَاللَّكَفِرِينَ أَمْثَلَهَا

১১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের

۱۱. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى

<p>অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।</p>	<p>الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ</p>
<p>১২। যারা ঈমান আনে ও সং কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম।</p>	<p>۱۲. إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ</p>
<p>১৩। তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা।</p>	<p>۱۳. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةَ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ</p>

কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি;

আর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন : أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا যারা আল্লাহর শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলকে অবিশ্বাস করে তারা কি ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? করলে তারা জানতে পারত এবং স্বচক্ষে দেখে নিত যে, তাদের পূর্বে

যারা তাদের মত ছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল কতই না মারাত্মক! তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে শুধু মুসলিম ও মু'মিনরাই পরিদ্রাণ পেয়েছিল। কাফিরদের জন্য এরূপই শাস্তি হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উক্তি :

এটা এ **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ** এ জন্য যে, আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। এ জন্যই উহ্দের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সর্দার আবু সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব যখন গর্বভরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দু'জন খলীফা আবু বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, কিম্ব কোন উত্তর পায়নি তখন বলেছিল : নিশ্চয়ই এরা সবাই মারা গেছে। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জবাব দিলেন : হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বললে। যাদের বেঁচে থাকা তোমার দেহে কাঁটার মত বিঁধছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) তখন বলল : জেনে রেখ যে, এটা বদরের প্রতিশোধের দিন। আর যুদ্ধেতো কখনও এ পক্ষ জয়ী হয়, আবার কখনও অন্য পক্ষ জয়ী হয়। তোমরা তোমাদের নিহতদের মধ্যে কতগুলোকে নাক, কান ইত্যাদি কর্তিত অবস্থায় পাবে। আমি এরূপ করার হুকুম জারী করিনি, তবে এ ব্যাপারে আমি নিষেধও করিনি। অতঃপর সে গর্ববোধক কবিতা পাঠ করতে শুরু করে। সে বলে :

أَعْلُ هُبْلُ أَعْلُ هُبْلُ আমাদের 'হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক, আমাদের 'হুবাল' দেবতা সমুন্নত হোক।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বললেন : তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? তারা তখন বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? তিনি জবাবে বললেন :

তোমরা বল **اللَّهُ أَعْلَىٰ وَاجِلٌ** আল্লাহ অতি উচ্চ ও মহাসম্মানিত। আবু সুফিয়ান (রাঃ) আবার বলল :

لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ আমাদের উয্যা (দেবতা) রয়েছে এবং তোমাদের উয্যা নেই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমরা জবাব দিচ্ছনা কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ এর জবাবে বলেন :

اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ

আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই।
(ফাতহুল বারী ৬/৮৮)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
رُءُوسُهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ মহামহিমাম্বিত আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে
তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ
পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য
শুধু পানাহার ও পেট পূরণ করা। তারা জন্তু-জানোয়ারের মত উদর ভর্তি করে।
অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার যেমন মুখের সামনে যা পায় তাই খায়, অনুরূপভাবে এ
লোকগুলোও হারাম-হালালের কোন ধার ধারেনা। পেট পূর্ণ হলেই হল। তাদের
জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই। তাদের নিবাস হল জাহান্নাম। সহীহ হাদীসে
এসেছে যে, মু'মিন খায় একটি পাকস্থলীতে এবং কাফির খায় সাতটি
পাকস্থলীতে। (ফাতহুল বারী ৯/৪৪৬)

وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ তাই তাদের কুফরীর প্রতিফল হিসাবে তাদের বাসস্থান
হবে জাহান্নাম।

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَنَاهُمْ فَلَا

نَاصِرَ لَهُمْ এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ মাক্কার কাফিরদেরকে ধমকের সুরে
বলছেন যে, তারা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে জনপদ হতে
বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, ওগুলোর
অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কেননা এদের মত
তারাও তাঁর নাবীদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর আদেশ নিষেধের
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। সুতরাং এরা যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিচ্ছে, এদের
পরিণাম কি হতে পারে? এই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সর্বশেষ
ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী! এটা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, এই বিশ্বশান্তির দূত
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় অস্তিত্বের কারণে পার্থিব শান্তি

হয়তো এদের উপর আসবেনা, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে কঠিন শাস্তি হতে এরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনা।

إِصْرَ الْجِبَالِ ۚ أَنِ يَأْخُذَ بِكُفْرِكَ الْغَيْبُ ۚ إِنَّكَ أَتَىٰ عِلْمَ الْغَيْبِ ۚ وَإِن لَّكَ أَتَىٰ يَوْمَ الْفَتْحِ ۚ وَإِن لَّكَ أَتَىٰ يَوْمَ الْفَتْحِ ۚ وَإِن لَّكَ أَتَىٰ يَوْمَ الْفَتْحِ ۚ

ইবন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : যখন মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করে এবং তিনি গুহায় এসে আত্মগোপন করেন, ঐ সময় তিনি মাক্কার দিকে মুখ করে বলেন : হে মাক্কা! তুমি সমস্ত যমীন হতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যধিক প্রিয় এবং অনুরূপভাবে আমার নিকটও তুমি আল্লাহর সমস্ত যমীন হতে অত্যন্ত প্রিয়। যদি মুশরিকরা আমাকে তোমার মধ্য হতে বের করে না দিত তাহলে আমি কখনও তোমার মধ্য হতে বের হতামনা। সুতরাং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সীমা লংঘনকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পবিত্র ভূমিতে বাস করে সীমালংঘন করে, অথবা তাকে যে কখনও হত্যা করতে চেষ্টা করেনি তাকে যে হত্যা করে কিংবা অজ্ঞতা যুগের গৌড়ামির উপর স্থির থেকে হত্যাকাজ চালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেন :

وَكَايْنِ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا تَارِيكَ فِيهَا وَلَا عَائِلَةٍ ۚ وَأَمَّا الْيَهُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَمْلِكُونَ صَدَقًا وَلَا يَسْتَلِيزُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَمْلِكُونَ صَدَقًا وَلَا يَسْتَلِيزُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَمْلِكُونَ صَدَقًا وَلَا يَسْتَلِيزُونَ ۚ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا تَارِيكَ فِيهَا وَلَا عَائِلَةٍ ۚ وَأَمَّا الْيَهُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَمْلِكُونَ صَدَقًا وَلَا يَسْتَلِيزُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَمْلِكُونَ صَدَقًا وَلَا يَسْتَلِيزُونَ ۚ

তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেহ ছিলনা। (তাবারী ২২/১৬৫)

১৪। যে ব্যক্তি তার রাব্ব হতে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ কাজগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে?

١٤. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

১৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া

١٥. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ

হয়েছে তার দৃষ্টান্ত : ওতে
আছে নির্মল পানির নাহর;
আছে দুধের নাহর যার স্বাদ
অপরিবর্তনীয়, আছে
পানকারীদের জন্য সুস্বাদু
সুরার নাহর এবং
পরিশোধিত মধুর নাহর।
সেখানে তাদের জন্য থাকবে
বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের
রবের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি
তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে
স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে
পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত
পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি
ছিन्न-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ
ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ
طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ
مُّصَفًّى ۖ وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ
هُوَ خَلِيدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً
حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

সত্যের ইবাদাতকারী, আর খায়েশের পূজারী কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন : اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَنبَئَةٍ مِّن رَّبِّهِ : যে ব্যক্তি আল্লাহর
দীনে বিশ্বাসের সোপান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে অন্তর্চক্ষু লাভ করেছে, যার মধ্যে
বিশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সাথে হিদায়াত ও ইল্মও রয়েছে সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির
সমান যে দুষ্কর্মকে সংকর্ম মনে করে নিয়েছে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির পিছনে
পড়ে রয়েছে? এই দুই ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া
তা'আলার এ উক্তিটি তার নিম্নের উক্তিগুলির মতই :

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে
জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সূরা রাদ, ১৩ : ১৯) অর্থাৎ সে এবং অন্ধ
কখনও সমান হতে পারেনা। অন্যত্র আছে :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশ্ব, ৫৯ : ২০)

জান্নাত এবং উহার নদীসমূহের বর্ণনা

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ এরপর মহান আল্লাহ জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তাতে পানির প্রস্রবণ রয়েছে, যা কখনও নষ্ট হয়না। ইবন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তাতে কোন পরিবর্তনও আসেনা। (তাবারী ২২/১৬৬) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন : এর পানি থেকে কোন দুর্গন্ধ আসেনা। (তাবারী ২২/১৬৭) এটা অত্যন্ত নির্মল পানি। মুক্তার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এতে কোন খড়কুটা পড়েনা।

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ আছে দুধের নাহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। এর অর্থ হচ্ছে জান্নাতের দুধের সাথে পৃথিবীর দুধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জান্নাতের দুধের স্বেতশুভ্রতা, মিষ্টতা এবং ওর গুণগত মান তুলনাহীন। একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে : জান্নাতের দুধ কোন গাভী/উট ইত্যাদির বাট থেকে উৎসারিত হবেনা।

وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নাহর। অর্থাৎ জান্নাতের মদের কোন খারাপ স্বাদ থাকবেনা এবং খারাপ ছানও থাকবেনা, যেমনটি পৃথিবীর মদে রয়েছে। বরং উহা দেখতে হবে যেমন আকর্ষণীয় তেমনি ওর স্বাদ, ছান এবং পান করার পরবর্তী আমেজও হবে অতি উত্তম। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তাতে তারা মাতালও হবেনা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ

সেই সূরা পানে তাদের শিরঃপিড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারীও হবেনা। (সূরা

ওয়াকি‘আহ, ৫৬ : ১৯) তিনি আরও বলেন :

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ

শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৪৬) মারফু‘ হাদীসে এসেছে যে, ঐ সূরা মানুষের পা দ্বারা দলিত ফলের নির্যাস নয়, বরং ওটা আল্লাহর হুকুমে তৈরী। ওটা সুস্বাদু ও সুদৃশ্য।

وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى আর জান্নাতে আছে পরিশোধিত মধুর নাহর, যা সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু। মারফু‘ হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট হতে বহির্ভূত নয়। দুররুল মানসুরে বলা হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি এবং এর পূর্বে যে বর্ণনা রয়েছে তা সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) হতে ইবন মুনিয়র (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (দুররুল মানসুর ৬/২৫)

হাকীম ইবন মুআবিয়া (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : জান্নাতে দুধ, পানি, মধু ও সুরার হৃদ রয়েছে। এগুলি হতে এসবের নাহর ও ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (আহমাদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/২৮৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে : তোমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করলে ফিরদাউস জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওটা হতেই জান্নাতের নাহরগুলি প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

সেখানে তারা প্রশান্ত চিন্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে। (সূরা দুখান, ৪৪ : ৫৫) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যক ফল, জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৫২)

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

এবং তাদের রবের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে? এসব নি'আমাতের সাথে সাথে এটা কত বড় নি'আমাত যে, তাদের রাব্ব তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য তাঁর ক্ষমাকে বৈধ করেছেন। এরপর তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। জান্নাতের এই নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। পানি তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং ঐ জান্নাতীরা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। কোথায় জান্নাতী আর কোথায় জাহান্নামী! কোথায় নি'আমাত এবং কোথায় যহ্মত!

১৬। তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলে : এই মাত্র সে কি বললো? এদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই অনুসরণ করে।

۱۶. وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

১৭। যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তি দান করেন।

۱۷. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

<p>১৮। তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!</p>	<p>۱۸. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ</p>
<p>১৯। সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।</p>	<p>۱۹. فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ</p>

মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা, তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ যাখণ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মেধাহীনতা, অজ্ঞতা এবং নিরুদ্ভিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মাজলিসে বসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা কিছুই বুঝেনা। মাজলিস শেষে জ্ঞানী সাহাবীগণকে (রাঃ) তারা জিজ্ঞেস করে :

مَاذَا قَالَ أَنفَا এই মাত্র তিনি কি বললেন? মহান আল্লাহ বলেন :

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ এরা হচ্ছে ওরাই যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে। এদের সঠিক বোধশক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্যই নেই। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু হওয়ার তাওফীক দান করেন। ওতে তিনি তাদেরকে স্থির রাখেন এবং তাদের চলার পথ সহজ করে দেন। ফলে তাদের আমল করাও সহজ হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا কিয়ামাতের লক্ষণতো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এর বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আছে :

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلَىٰ. أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নাবীও এক সতর্ককারী; কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ ছাড়া কেহই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৬-৫৮) অন্যত্র রয়েছে :

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। (সূরা কামার, ৫৪ : ১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আরও বলেন :

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ : ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়ায় রাসূল রূপে আগমন হচ্ছে কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। কেননা তিনি রাসূলদেরকে সমাপ্তকারী। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দ্বারা দীনকে পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলূকের উপর স্বীয় মিশন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামাতের শর্তগুলি এবং নিদর্শনগুলি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পূর্বে কোন নাবী এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। যেমন স্ব-স্ব স্থানে এগুলি বর্ণিত হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন কিয়ামাতের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম হাদীসে এরূপ এসেছে : نَبِيُّ التَّوْبَةِ অর্থাৎ তিনি তাওবাহর নাবী, نَبِيُّ الْحَاشِرِ অর্থাৎ লোকদেরকে তাঁর পায়ের উপর একত্রিত করা হবে, نَبِيُّ الْعَاقِبِ তাঁর পরে আর কোন নাবী আসবেননা।

সাহল ইব্ন সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মধ্যমা অঙ্গুলি এবং শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেন : আমি এবং কিয়ামাত এই অঙ্গুলিদ্বয়ের মত (অর্থাৎ এরূপ কাছাকাছি)। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كِيَاْمَاتٍ فَاِنَّیْ لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ করবে কেমন করে! অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ বৃথা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنْیْ لَهٗ الذِّكْرٰی

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলদ্ধি করবে, কিন্তু এই উপলদ্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজর, ৮৯ : ২৩) অর্থাৎ এই দিনের উপদেশ গ্রহণে কোনই লাভ নেই। অন্যত্র আছে :

وَقَالُوا ءَاْمَنَّا بِهٖ وَاَنْیْ لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

আর তারা বলবে : আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (সূরা সাবা, ৩৪ : ৫২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ সত্য মা’বুদ। তিনি ছাড়া কোনই মা’বুদ নেই। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় একাত্মবাদের সংবাদ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা জানার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ জন্যই এর উপর সংযোগ স্থাপন করে বলেন :

وَاَسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ তুমি তোমার ও মু’মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرًا فِيْ فِئِ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ
اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَ جِدِّيْ وَخَطِيْئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ
ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

হে আল্লাহ! আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজে আমার সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, এগুলো আপনি ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ, আমার দোষ-ত্রুটি এবং আমার কামনা-বাসনা ক্ষমা করে দিন! এগুলো সবই আমার মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২০০)

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا
اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اَنْتَ الْهٰی لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি যেসব পাপ পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন, সবই ক্ষমা করে দিন! আপনিই আমার মা’বুদ, আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩)

অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : হে জনমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশি তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। (ফাতহুল বারী ১১/১০৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ لَا تَظْلِمُ شَيْئًا لَّا تُنْفِقُ وَمَا اَنْتَ بِمُظْلَمٍ لِّشَيْءٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِیْ یَتَوَفَّیْکُمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রা রূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে

থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আন'আম, ৬ : ৬০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয়ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ : ৬) ইব্ন জুরাইযের (রহঃ) উক্তি এটাই এবং ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা দুনিয়ার গতিবিধি এবং আখিরাতের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

২০। মু'মিনরা বলে : একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের।

۲۰. وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ
سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ
رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُم

২১। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা

۲۱. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا
عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

মঙ্গলজনক হত ।	
২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।	<p>۲۲. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ</p>
২৩। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।	<p>۲۳. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ</p>

জিহাদের ব্যাপারে মু'মিন এবং দুর্বল হৃদয়ের লোকদের অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সম্বন্ধে খবর দিচ্ছেন যে, তারাতো জিহাদের হুকুমের আকাঙ্ক্ষা করেছিল, কিন্তু যখন তিনি জিহাদ ফার্য করেন ও ওর হুকুম জারী করে দেন তখন অধিকাংশ লোকই পিছনে সরে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تظْلَمُونَ فَتِيلًا

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত-সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফার্য করে দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগল, বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল : হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্য করলেন? কেন আমাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবসর দিলেননা? তুমি বল

ঃ পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৭৭) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এখানেও বলেন :

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ মু'মিনরাতো জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মুনাফিকরা যখন এই আয়াতগুলি শোনে তখন তারা মৃত্যুভয়ে ভীত বিহ্বল মানুষের মত তাকাতে থাকে। তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

এরপর তাদেরকে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

فَأُولَىٰ لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ তাদের জন্য এটাই ভাল হত যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনত, মানত ও প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হত!

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ জিহাদের দামামা বেজে উঠলে সম্ভবতঃ তোমরা পালিয়ে থাকার চেষ্টা করবে এবং যাতে জিহাদে যোগদান করতে না হয় সেই বাহানার চিন্তা করবে। তোমরা তখন জাহিলিয়াত যামানার আচরণে ফিরে গিয়ে অনর্থক বগড়ার সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। এর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তমভাবে কথা বলা, সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের আর্থিক সংকটের সময় তাদের উপকার করা। এ ব্যাপারে বহু সহীহ ও হাসান হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন, অতঃপর যখন তা হতে ফারেগ হলেন তখন আত্মীয়তা উঠে দাঁড়াল এবং রাহমানের (আল্লাহ তা'আলার) বস্ত্রের নিম্নাংশ ধরে নিলো (অর্থাৎ আবদারের সূরে ফরিয়াদ করল)। তখন আল্লাহ বললেন : থাম, কি চাও, বল? আত্মীয়তা আরম্ভ করল : আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারই মাধ্যমে সেই কাজ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেহ যেন আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্না না করে এবং আত্মীয়তার পবিত্রতা বহাল রাখতে বিরত না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তুমি কি এতে খুশি নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল এবং সম্মুখ রাখবে তার সাথে আমিও সদাচরণ করব; আর যে তোমাকে ছিন্না করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্না করব? আত্মীয়তা বলল : হ্যাঁ, আমি সম্মত আছি। আল্লাহ বললেন : তাহলে তোমার সাথে আমার এ ওয়াদাই রইলো। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : তোমরা যদি চাও তাহলে নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ কর।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ *ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্না করবে।* ইমাম বুখারী (রহঃ) অন্য সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বলেছিলেন : তোমরা ইচ্ছা করলে *فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* -এ আয়াতটি পাঠ কর।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন পাপই এতটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্র এই দুনিয়ায়ই প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতে তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন। তবে হ্যাঁ, এরূপ দু'টি পাপ রয়েছে : (এক) অন্যায় বিচার করা এবং (দুই) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্না করা। (আহমাদ ৫/৩৮, আবু দাউদ ৫/২০৮, তিরমিযী ৭/২১৩, ইব্ন মাজাহ ২/১৪০৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে চায়, তার মৃত্যু বিলম্বে হোক এবং জীবিকায় প্রাচুর্য হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে। (আহমাদ ৫/২৭৯, বুখারী ৫৯৮৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অন্যান্য সহীহ বর্ণনা এটি সমর্থন করে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আত্মীয়তা আল্লাহ তা‘আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে। ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যার সাথে তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে শুধু তা রক্ষা করা হয়েছে)। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল ঐ ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যুক্ত রেখে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৩৭, আহমাদ ২/১৬৩)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কিয়ামাতের দিন আত্মীয়তাকে রাখা হবে এমন অবস্থায় যে, ও দেখতে হবে সূতার চরকার মত। ওটা হবে অত্যন্ত পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ বাকশক্তি সম্পন্ন। ও বলতে থাকবে, যে ওকে ছিন্ন করেছে তাকেও ছিন্ন করা (অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত তার থেকে ছিন্ন করা) হোক এবং যে ওকে যুক্ত রেখেছে তার সাথে আল্লাহর রাহমাত যুক্ত রাখা হোক। (আহমাদ ২/১৮৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারীদের প্রতি রাহমান (আল্লাহ) অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। ‘রাহেম’ (আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ তা‘আলার গুণবাচক) নাম ‘রাহমান’ হতে নির্গত। যে ব্যক্তি ওকে যোজনা করে আল্লাহ তার সাথে নিজের রাহমাত যোজনা করেন, আর যে ওকে ছিন্ন করে তিনি তার হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (আহমাদ ২/১৬০)

আবু দাউদ (রহঃ) এবং তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারার মধ্যে কোন ছেদ নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আবু দাউদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৬/৫১) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৪। তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ -

۲۴. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ
أَمَّ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

<p>২৫। যারা নিজেদের নিকট সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শাইতান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেয়।</p>	<p>۲۵. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَأَ لَهُمْ</p>
<p>২৬। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে : আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব? আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।</p>	<p>۲۶. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ</p>
<p>২৭। মালাইকা/ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের দশা কেমন হবে!</p>	<p>۲۷. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ</p>
<p>২৮। এটা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের কাজ নিষ্ফল করে দেন।</p>	<p>۲۸. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ</p>

কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পবিত্র কালামের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার ও তা অনুধাবন করার হিদায়াত করছেন এবং তা হতে বেপরোয়া ভাব দেখাতে ও মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করছেন। তাই তিনি বলেন :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারের চিন্তা-গবেষণা করেনা? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? অর্থাৎ তারা পাক কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে কি করে? তাদের অন্তরতো তালাবদ্ধ রয়েছে! তাই কোন কালাম তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়না। অন্তরে কালাম পৌঁছলেতো তা ক্রিয়াশীল হবে? অন্তরে তা পৌঁছার পথইতো বদ্ধ রয়েছে।

হিশাম ইব্ন উরওয়া (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا । তখন ইয়ামানের একজন যুবক বলে ওঠেন : বরং তাদের অন্তরের উপর তালা রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তা খুলে না দেন বা দূর না করেন (সেই পর্যন্ত তাদের অন্তরে আল্লাহর কালাম প্রবেশ করতে পারেনা)। উমারের (রাঃ) অন্তরে যুবকের এ কথাটি রেখাপাত করে। অতঃপর যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হন তখন ঐ যুবকের নিকট হতে পরামর্শক হিসাবে তিনি সাহায্য গ্রহণ করতেন। (তাবারী ২২/১৮০)

ধর্মত্যাগীদের প্রতি নিন্দাবাদ

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন : إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শাইতান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা শাইতান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হল মুনাফিকদের অবস্থা। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ করে। তারা কাফিরদের সাথে মিলে-মিশে থাকার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের আনুকূল্য করে তাদেরকে বলে : سُنْطِعْكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ : তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ

আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াফিকহাল। (সূরা নিসা, ৪ : ৮১) অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে হাত মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকছে। তিনিতো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা সমানভাবেই জানেন। চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শোনেন। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে,
তখন তাদের দশা কেমন হবে! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা/ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ : ৫০) তিনি আরও বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ
أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা/ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে : নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবুল করা হতে অহংকার করেছিলে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর

সম্ভ্রষ্ট লাভের পদ্ধতিকে তারা অপছন্দ করে। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।

<p>২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেননা?</p>	<p>২৯. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ</p>
<p>৩০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত।</p>	<p>৩০. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ</p>
<p>৩১। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং আমি তোমাদের কার্যাবলী পরীক্ষা করি।</p>	<p>৩১. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ</p>

মুনাফিকদের গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ মুনাফিকদের ধারণা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলিমদের নিকট

প্রকাশ করবেননা। কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ওগুলো জানতে পারবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ দুষ্ক্রিয়া হতে তারা বেঁচে থাকবে। তাদের বিভিন্ন অবস্থার কথা সূরা বারআয় বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে তাদের কপটতাপূর্ণ বহু অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই সূরার অপর নাম ফা'যিহা' বা উন্মোচনকারী বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হল মুনাফিকদের চরিত্রকে উন্মোচনকারী সূরা।

اَضْغَانَ শব্দটি ضَغْنٌ শব্দের বহুবচন। ضَغْنٌ বলা হয় হিংসা ও শত্রুতাকে। অর্থাৎ ইসলামের প্রতি মুনাফিকরা যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সেই বিষয়ের বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَاعْرِفْتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে (নাবী সাঃ) তাদের (মুনাফিকদের) পরিচয় দিতাম। তখন তুমি খোলাখুলিভাবে তাদেরকে জেনে নিতে। কিন্তু আমি এরূপ করিনি। সমস্ত মুনাফিকের পরিচয় আমি প্রদান করিনি এ জন্য যে, যাতে মাখলূকের উপর তাদের পর্দা পড়ে থাকে, মানুষের কাছে যেন তাদের দোষ ঢাকা থাকে এবং প্রত্যেকের নিকট যেন তারা লাপ্তিত রূপে ধরা না পড়ে। ইসলামী বিষয়গুলি বাহ্যিকতার উপরই বিচার্য। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের হিসাব রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই জানেন।

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ তবে মুনাফিকদেরকে তাদের কথা বলার ধরন দেখে চেনা যাবে।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি মনের মধ্যে কোন কিছু গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলে ও কথায় তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ তার চেহারা ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ আমি হুকুম আহকাম দিয়ে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা করব এবং এভাবে জেনে নিব যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কারা এবং ধৈর্যশীল কারা? আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে চাই।

সমস্ত মুসলিম এটা জানে যে, অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস

এবং প্রত্যেক মানুষ ও তার আমল প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ওগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তবে এখানে ‘তিনি জেনে নিবেন’ এর ভাবার্থ হল : তিনি তা দুনিয়ার সামনে খুলে দিবেন এবং ঐ অবস্থা দেখবেন ও দেখাবেন। এ জন্যই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এরূপ স্থলে لَنَعْلَمَ এর অর্থ করতেন لَنَرَى অর্থাৎ যাতে আমি দেখে নিই।

৩২। যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসুলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। তিনি তাদের কাজ ব্যর্থ করবেন।

۳۲. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَىٰ
لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ
أَعْمَالُهُمْ

৩৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা।

۳۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا
تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

৩৪। যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা।

۳۴. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ
كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

৩৫। সুতরাং তোমরা হীনবল
হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব
করনা, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ
তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি
তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ
করবেননা।

۳۵. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى
السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ
مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ

কাফিরদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা কুফরী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে
নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি
করতে পারবেনা। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিয়ামাতের দিন তারা হবে
শূন্যহস্ত, একটিও সাওয়াব তাদের কাছে থাকবেনা। যেমন সাওয়াব পাপকে সরিয়ে
দেয়, অনুরূপভাবে তাদের পাপকাজ সাওয়াবের কাজকে নষ্ট করে দিবে।

ইমাম আহমাদ ইব্ন নাসর আল মারওয়াযী (রহঃ) ‘কিতাবুস সালাত’ অধ্যায়ে
বর্ণনা করেছেন : সাহাবীগণের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর
সাথে কোন পাপ ক্ষতিকারক নয় যেমন শিরকের সাথে কোন সাওয়াব উপকারী
নয়। তখন **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ** এই আয়াত
অবতীর্ণ হয়। এতে সাহাবীগণ (রাঃ) ভীত হয়ে পড়েন যে, না জানি হয়তো পাপ
কাজ সাওয়াবের কাজকে বিনষ্ট করে ফেলবে। (আল মাওয়াযী ২/৬৪৫)

অন্য সনদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে : আমরা সাহাবায়ে কিরামের
(রাঃ) ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক সাওয়াবের কাজ নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে থাকে।
অবশেষে যখন **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন
আমরা একে অপরকে জানতে চাইতাম যে, আমাদের সৎ আমল কিভাবে বরবাদ
হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা ধরে নিলাম যে, আমাদের সাওয়াবের কাজ
বিনষ্টকারী হচ্ছে বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) ও অন্যান্য অনৈতিক পাপ কাজ।
তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং

তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৮) সাহাবীগণ (রাঃ) তখন এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হতে বিরত থাকেন এবং যারা বড় (কাবীরাহ) পাপ ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে তাদের সম্পর্কে তাদের ভয় থাকত। আর যারা এর থেকে বেঁচে থাকেন তাদের ব্যাপারে তারা ছিলেন আশাবাদী। (আল মাওয়াযী ২/৬৪৬)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি তাদেরকে আরও নির্দেশ দেন যে, দীন থেকে তারা যেন দূরে সরে না যায়। তাহলে তারা যে সৎ আমল করেছে তা সবই বাতিল হয়ে যাবে। তাই তিনি বলেন :

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা। অর্থাৎ দীন-ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করে দিওনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرُوا فَلَنْ يَغْفِرَ যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তারপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেননা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪৮) অতঃপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় হীনবল হয়োনা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করনা এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করনা। তোমরাতো প্রবল। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ণ করবেননা। তবে হ্যাঁ, কাফিরেরা যখন শক্তিতে, সংখ্যায় ও অস্ত্রে-শস্ত্রে প্রবল হবে তখন যদি মুসলিমদের নেতা সন্ধি করার মধ্যেই কল্যাণ বুঝতে পারেন তাহলে এমতাবস্থায় কাফিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা জাযিয়। যেমন হুদাইবিয়ায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সালাম করেছিলেন। যখন মুশরিকরা সাহাবীবর্গসহ তাঁকে মাক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় তখন তিনি তাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার ও সন্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখার চুক্তি করেন। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে বড় সুসংবাদ শোনাচ্ছেন :

مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সুতরাং সাহায্য ও বিজয় তোমাদেরই জন্য। তোমরা এটা বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম সাওয়াবের কাজও বিনষ্ট করা হবেনা, বরং ওর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

<p>৩৬। পার্থিব জীবনতো শুধু ক্রীড়া-কৌতুক। যদি তোমরা ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা।</p>	<p>۳۶. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ</p>
<p>৩৭। তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে এবং তজ্জন্ম তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরাতো কার্পন্য করবে, এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন।</p>	<p>۳۷. إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا وَخُجِرْ أَضْغَنْكُمْ</p>
<p>৩৮। দেখ, তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ; যারা কার্পণ্য করে তারাতো কার্পণ্য করে</p>	<p>۳۸. هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۗ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا</p>

নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ
অভাবমুক্ত এবং তোমরা
অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা পৃষ্ঠ
প্রদর্শন কর তাহলে তিনি
অন্য জাতিকে তোমাদের
স্থলবর্তী করবেন; তারা
তোমাদের মত হবেন।

يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ
وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا
يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ.

পার্থিব জীবনকে গুরুত্বহীন মনে করতে হবে এবং আল্লাহর পথে বেশি বেশি ব্যয় করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, হীনতা ও স্বল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন
: الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعَبٌ وَلَهْوٌ ۚ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা
ছাড়া কিছুই নয়, তবে যে কাজ আল্লাহর জন্য করা হয় তা'ই শুধু বাকী থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার মোটেই মুখাপেক্ষী নন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে
তিনি বলেন : وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ
তোমাদের ভাল কর্মের সুফল তোমরাই লাভ করবে, তিনি তোমাদের ধন-
সম্পদের প্রত্যাশী নন। তিনি তোমাদের উপর যাকাত ফার্য করেছেন এ কারণে
যে, যাতে ওর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীরা লালিত-পালিত হতে পারে। আর এর
মাধ্যমে তোমরাও যাতে পরকালের সাওয়াব সঞ্চয় করতে পার।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষের কার্পণ্য এবং কার্পণ্যের পর অন্তরের হিংসা
প্রকাশিত হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخُلُوا ۚ ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে এটাতো
হয়েই থাকে যে, ওটা মানুষের নিকট খুবই প্রিয় হয় এবং তা ব্যয় করতে তার
কাছে খুবই কঠিন মনে হয়।

وَيُخْرِجُ أَضْعَافَكُمْ ۚ এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চাননা। কাতাদাহ
(রহঃ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, অন্যের প্রাপ্য অর্থ
(যাকাত) নিজের কাছে রেখে দেয়ার ইচ্ছা করাও হল অন্যায় আশা করা।

আবদুর রায্যাক ৩/২২৪) কাতাদাহ (রহঃ) সত্য কথাই বলেছেন। কেননা সব মানুষের কাছেই অর্থ-সম্পদ খুবই প্রিয়। তারা তা ব্যয় করতে চায়না যদি না আরও পার্থিব লাভজনক খাতে তা ব্যয় করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

دَعَا هَٰٓأَنۡتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوۡنَ لِتُنۡفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنۡكُم مَّنۡ يَّخۡلُ

তোমরাইতো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ। অর্থাৎ ব্যয় করতে তারা মোটেই রাযী নয়।

دَعَا هَٰٓأَنۡتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوۡنَ لِتُنۡفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنۡكُم مَّنۡ يَّخۡلُ

কৃপণদের কার্পণ্যের কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ করা হতে বিরত থাকলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, এই কৃপণতার শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ

আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত, আর তারা তাঁর চরম মুখাপেক্ষী। অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাখলুক বা সৃষ্টজীবের অপরিহার্য গুণ। ঐ গুণ আল্লাহ তা'আলা হতে কখনও পৃথক হবেনা এবং এই গুণ মাখলুক হতে কখনও পৃথক হবেনা। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

وَإِن تَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلْ قَوۡمًا غَیۡرَکُمۡ ثُمَّ لَا يَکُونُوا۟ اٰمۡثَالِکُمۡ

তোমরা যদি শারীয়াত মেনে চলতে অস্বীকার কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন, যারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবেনা। তারা শারীয়াতকে পূর্ণভাবে মেনে চলবে।

সূরা মুহাম্মাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।